সংবাদ

তারিখ ... 17 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

পার্বতীপুরে প্রাথমিক উপবৃত্তি বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। রাজাবাসর সরকারি প্রাথমিক ও রাজাবাসর স্কুল অ্যান্ড কলেজ চত্বরে গত বৃহস্পতিবার মন্মথপুর ইউনিয়নের ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি এবতেদায়ি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মোট ১০ লাখ ৭০ হাজার টাকার উপবৃত্তি বিতরণ করেন জনতা ব্যাংক পার্বতীপুর শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবারা স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রভাবশালী শিক্ষকেরা উপ-বৃত্তি প্রদানের আগে ও পরে তাদের কাছ থেকে ৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩শ' টাকা আদায় করেছেন।

এনিয়ে কথা হয় দীপশিখা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী প্রিংয়াকা (১০) ও তার ছোট বোন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী পাপড়ি (৬)'র মা ভগতি রানী বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, কয়েক দিন আগে উপ-বৃত্তির কার্ডে স্বাক্ষর করার সময় তার কাছ থেকে ২শ' টাকা আদায় করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক করুনা কান্ত বিশ্বাস। নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এতিম ছাত্র রেজভি (৮)'র নানী কাগজি পাড়া গ্রামের ফাতেমা খাতুন অভিযোগ করেন- ওই স্কুলের সহকারি শিক্ষক অশোক কুমার তার নাতির উপ-বৃত্তির ৩শ' টাকা কেটে নিয়েছেন।

রাজাবাসর সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী জুলিফার বাবা, পশ্চিম রাজাবাসর বানিয়া পাড়া গ্রামের জালু মোহাম্মদ (৫২) অভিযোগ করেন, উপ-বৃত্তি দেয়ার কথা বলে তার কাছ দুই বারে ১শ' টাকা আদায় করা হয়েছে। অন্যান্য অভিভাবকরাও উপ-বৃত্তির কার্ড স্বাক্ষরের সময় তাদের কাছ থেকে ৫০ টাকা করে অর্থ আদায়ের অভিযোগ করেন। এছাড়াও রাজাবাসর সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্কুলের ছাপানো খাতা কিনতে বাধ্য করা, ঝাড়ুদারের বেতন ও মাস্টার রোলের শিক্ষকদের বেতন প্রদানসহ বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ প্রদানে বাধ্য করার ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও প্রয়াত প্রধানের শিক্ষকের 'স্মরণ সভা' করার নামে স্কুলের প্রায় ৪৮৭ জন ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকের কাছ থেকে ১শ' টাকা করে আদায় করা হয়।

এ ব্যাপারে রাজাবাসর সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অর্চনা রানী বিশ্বাস বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উপবৃত্তির কোন টাকা কেটে রাখা হয় না। বরং অভিভাবকদের সম্মতিতে তাদের কাছ থেকে স্কুলের বিশেষ প্রয়োজনে চাঁদা হিসেবে কিছু অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। তিনি দাবি করেন স্কুলে সমবায় সমিতির ছাপানো কিছু খাতা পূর্বে বিক্রি করা হলেও বর্তমানে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব অভিযোগের ব্যাপারে পার্বতীপুরের উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আখতারুল ইসলামের মতামত জানতে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার সাড়া মেলেনি।